

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিরীক্ষা মন্তব্য

১। অনিয়মিতভাবে বারিধারায় “জে” ব্লকে ৫টি প্লট ডুপ্লিকেট বরাদ্দ প্রদান

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কার্যালয়ের ১৯৯৯-২০০০ সালের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসহ তৎসংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, এস্টেট শাখার ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ কর্তৃক বারিধারা “জে” ব্লকে ৫টি ডুপ্লিকেট প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের তথা সরকারের ক্ষতিসাধন করার পরও কর্তৃপক্ষের সাধারণ সভায় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে তাহাকে চাকুরীতে বহাল রাখা হয়।

বিস্তারিত নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের ১৪/৯৯ তম সভায় বারিধারা “জে” ব্লকে ডুপ্লিকেট বরাদ্দ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১৫/৯৮তম সভার ১৭ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটি ২৪-১-৯৯ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এস্টেট শাখা হইতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র না পাওয়ায় রহস্য ও অনিয়ম উদ্ঘাটন সম্ভব হয় নাই। তবে যে সমস্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিয়াছে তাহা পুণখানুপুপখ যাচাই করিয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া ৫টি প্লটের ডুপ্লিকেট বরাদ্দের বিষয়ে বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল (তদন্ত প্রতিবেদন প্রশাসন শাখা কর্তৃক সরবরাহ না করায় বিস্তারিত বিবরণ নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই)।

- (ক) জনাব কামালউদ্দিনকে পৃষ্ঠা নম্বর ২, বাসা নম্বর ৫-এর বরাদ্দ, যাহা পূর্বে জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রহিম খানকে বরাদ্দ করা হয়।
- (খ) প্লট নম্বর ১৩, রাস্তা নম্বর ১ জনাব গেয়াসউদ্দিন চৌধুরী ও জনাব সিরাজুল আলমকে বরাদ্দ করা হয়।
- (গ) প্লট নম্বর ১৮, রাস্তা নম্বর ১/এ জনাব গোলাম মোস্তফার নামে আগে বরাদ্দ থাকা অবস্থায় বেগম তাসলিমা বেগমকে পুনরায় বরাদ্দ প্রদান।
- (ঘ) প্লট নম্বর ২৮, রাস্তা নম্বর ১/এ জনাব ডাঃ এ. এইচ. এম. হাবিবুর রহমান এর নামে আগে বরাদ্দ থাকা অবস্থায় জনাব গোলাম রাব্বানীর নামে ডুপ্লিকেট বরাদ্দপত্র।
- (ঙ) প্লট নম্বর ৮, রাস্তা নম্বর ৮ একই তারিখে জনাব রায়হান উদ্দিনের এবং ডাঃ এ. এইচ. এম. হাসাবুল করিমকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত প্রতিটি প্লট পুনঃবরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত কিংবা রাজউকের চেয়ারম্যানের কোন অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ বরাদ্দপত্রে স্বাক্ষরক্রমে ইস্যু করা হয়। তাই তাহার বিরুদ্ধে বিধিগতভাবে অনিয়ম, ডুপ্লিকেট প্লট, বরাদ্দ জটিলতা সৃষ্টি, বরাদ্দপ্রাপকগণের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ গ্রহণ করিয়া হয়রানি, দুর্ভোগ এবং বরাদ্দপ্রাপকগণের সহিত অসদাচরণ করার জন্য বিভাগীয় মামলা রুজুক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে।

জনাব মোহাম্মদ উল্লাহকে সহযোগিতা করার জন্য জনাব সুখেন্দ কুমার বিশ্বাস বর্তমানে প্রশাসন শাখায় তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি এস্টেট শাখায় থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের ও চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বশেষ পুনঃবরাদ্দের স্টেনসিল কাটানো ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক (এস্টেট) বর্তমানে উপ-সচিব জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ-এর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য এককভাবে দায়ী, তাই তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে।

তাহাছাড়া, উক্ত অনিয়মের জন্য প্রাজ্ঞন চেয়ারম্যান জনাব হুমায়ুন আহমেদ প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে থাকায় তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা এই বিষয়ে আইন উপদেষ্টার সহিত মতামত গ্রহণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ডুপ্লিকেট বরাদ্দের জন্য তদন্ত কমিটি কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের সাধারণ সভায় জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, উপ-পরিচালককে, উপ-সচিব পদে প্রশাসন বদলী করে। বর্তমানে প্রশাসন শাখার তদন্ত প্রতিবেদনের জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ-এর ব্যক্তিগত নথি সরবরাহ করে নাই।

জনাব সুখেন্দ কুমার বিশ্বাস তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এস্টেট শাখা হইতে প্রশাসন শাখা বদলী করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রশাসন শাখায় বদলী করা হয়।

এই ধরনের অনিয়ম যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী করার পরও কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করিয়া রাজউকের গুরুত্বপূর্ণ শাখায় বদলী করিয়া মূল বিষয়কে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হইল এবং কেন উক্ত দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক

ব্যবস্থাসহ অনিয়মিতভাবে ডুপ্লিকেট বরান্দের মাধ্যমে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিসাধন করা হইল তাহার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

আলোচ্য বিষয়ে নিরীক্ষাদলের সহিত ২৮-৬-২০০১ তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হন।

বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আগস্ট, ২০০১ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২-১০-২০০১ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে সচিব মহোদয়ের বরাবরে একখানা আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নাই।

অতএব, অতি সত্ত্বর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত অফিসের নাম	সাল	নিরীক্ষার সময়কাল	অনুচ্ছেদ নম্বর	জড়িত টাকার পরিমাণ	প্রতিবেদন ইস্যুর তারিখ	অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যুর তারিখ	আধা-সরকারী পত্র ইস্যুর তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।	১৯৯৯-২০০০	১৫-৪-২০০১ হইতে ৩০-৬-২০০১	৩২	বিপুল অর্থ	২৭-৮-২০০১	২৭-৮-২০০১	১৭-১০-২০০১